দৈনিক খবর

তারিখ ... 30 OCT 1990
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

39

৭টি শিক্ষক সংগঠনের সমাবেশ ঃ

নইলে আমরা মাঠে বসে হলেও ক্লাস চালু করব

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ছোটখাটো মতভেদ ভুলে জাতীয় স্বার্থে সকল শিক্ষক সংগঠনের সমন্বয়ে ঐক্য মোর্চা গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে সাতটি শিক্ষক সংগঠন আহূত শিক্ষক সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, ছাত্র-শিক্ষকের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে স্বৈরাচারী সরকার কালো অধ্যাদেশ বাতিল করতে বাধ্য হবে।

গতকাল সোমবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে আয়োজিত শিক্ষকদের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ। বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ম আক্তারুজ্জামান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল জাব্বার, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ফজলুর রহমান, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি এস এম সাখাওয়াত হোসেন মোল্লা, জাতীয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের অতিরিক্ত মহাসচিব আবুল কাশেম, বাংলাদেশ সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি বদরুদ্দিন হাওলাদার ও ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান। সমাবেশের ঘোষণা-পাঠ করেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রচার সম্পাদক ডঃ

২-এর পাতায় দেখুন

নইলে আমরা মাঠে বসে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেলিম জাহাঙ্গীর।

অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ বলেন, যে কালো অধ্যাদেশ বলে আমাদের ক্লাস বন্ধ করা হয়েছে, এ কালো অধ্যাদেশ বাতিল না করে আমরা ক্লাস রুমে ফিরে যাবো না। কালো আদেশ বাতিল করে অবিলম্বে ক্লাস চালু করা না হলে আমরা মাঠে বসে হলেও ক্লাস চালু করব।

তিনি বলেন, ১৩ই আগস্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে ১৫ই আগস্ট অধ্যাদেশের কথা বলার মধ্যে ছলচাতুরী রয়েছে। বহু প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ আমাদের অতিপ্রিয়। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছিল। আমরা সেশন জট কিছুটা কমিয়ে এনেছিলাম। কিন্তু আবারো সেশন পিছিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক ম আক্তারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নামে আমাদের সংগঠন রয়েছে। অথচ তারা এখনও কোন কথা বলেননি। নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বলতে চাই, আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন। নয়ত পদত্যাগ করুন। আমাদের ঘরে আগুন লাগবে আর আপনারা পদ দখল করে চুপচাপ বসে থাকবেন তা হয় না। নির্বাচনের মাধ্যমে চ্যান্সেলর বানানোর বিধান '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশে সংযোজনের জন্য তিনি দাবী জানান।

ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদ বলেন, যদি শিক্ষক সমাজ সত্যিকারভাবে চলমান গণআন্দোলনে অংশ নেন তবে এ আন্দোলন কোন আপোষের চোরাগলিতে নিক্ষিপ্ত হতে পারবে না।

অধ্যাপক আব্দুল জব্বার বলেন, কালো অধ্যাদেশ বলে প্রাইমারী থেকে শুরু করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাথায় আঘাত হানা হয়েছে। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ঐক্যের সাথে শিক্ষক সমাজের ঐক্য যোগ হলে শুধু কালো অধ্যাদেশই বাতিল হবে না, এ অধ্যাদেশের হোতারাও দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবে।

ফজলুর রহমান বলেন, শিক্ষক সংগঠনগুলোর মধ্যে অনেক মত-পথ রয়েছে। কিন্তু আজকের দুর্যোগময় মুহূর্তে সকলকে নিয়ে একটি ফেডারেশন করা সম্ভব না হলেও অন্ততঃপক্ষে একটি কনফেডারেশন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। আমি শিক্ষক, আর আমার সামনে ছাত্রের ওপর গুলী চলবে, তাকে জেলে নেয়া হবে, এ অবস্থা চলতে পারে না।

সাখাওয়াত হোসেন মোল্লা বলেন সরকার দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার কথা বলছেন। আবার কোন সাংবিধানিক অনুমোদন ছাড়াই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দিলেন।

বদরুদ্দিন হাওলাদার বলেন, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একসাথে বন্ধ ঘোষণা করে স্কুলগুলো আগে খুলে দেয়ার ঘোষণা আন্দোলনকে বিভক্ত করার একটি নগ্ন কৌশল মাত্র।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ '৯০ বাতিল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া এবং চলমান গণআন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণার লক্ষ্যে আহূত এ শিক্ষক সমাবেশের ঘোষণায় কালো অধ্যাদেশ বাতিল না করা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সরকারী অনুষ্ঠানে যোগদান থেকে বিরত থাকার আহবান এবং অবিলম্বে চ্যান্সেলরের পদ থেকে রাষ্ট্রপতি এরশাদের পদত্যাগের দাবী জানান হয়।

ঘোষণায় চলমান গণআন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে দলীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে গণতন্ত্রকামী সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ প্লাট ফর্মে সমবেত হওয়া এবং বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এগিয়ে এসে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের আহবান জানান হয়। এছাড়া চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গ্রেফতারকৃত ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও হয়রানি বন্ধের দাবী জানান হয়।